মোকাম বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চাঁদপুর।

দরখাস্ত মোঃ ৯৭৬/২০২২ইং

তাহমিনা আক্তার জ্যোতি ..............প্রার্থী।

বনাম

আবু নাঈম গং ..........প্রতিপক্ষ।

ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১০০ ধারা।

বিষয়: **প্রতিপক্ষ পক্ষে লিখিত জবাব।**

প্রতিপক্ষ পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১) অত্র নং মোকদ্দমার প্রার্থীনির আরজির যাবতীয় বিবরণ একছাড় মিথ্যা, তঞ্চকতামূলক,যোগসাজসিক, হয়রানীকর, সত্যের বিপরীত বটে।

২) বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র নালিশ চলিতে কি রক্ষা পাইতে পারে না।

৩) অত্র নং আরজির Cause of Action সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াটি বটে।

৪) অত্র নং মোকদ্দমায় ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১০০ ধারার কোন উপাদান বিদ্যমান নাই।

৫) প্রতিপক্ষগণ শান্তিপ্রিয় লোক প্রতিপক্ষগণ দ্বারা কোনরূপ –------- বিদ্যমান নাই।

৬) প্রার্থীর আরজির বর্ণিত মতে, ১নং প্রতিপক্ষের মেঝ ভাই আব্দুল হাই, পিতা- মৃত আবিদ আলী, সাং পিপলকরা, থানা- কচুয়া, জেলা- চাঁদপুর এর সাথে প্রার্থীনির বিবাহ হইয়াছে কী? ১নং প্রতিপক্ষের মেঝ ভাইয়ের সহিত প্রার্থীনির দাম্পত্য জীবনে আয়াশ হাই আফিফ নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করিয়াছে কী? ১নং প্রতিপক্ষের সহিত প্রার্থীনির সাংসারিক জীবনে বনিবনা না হইলে স্থানীয় চেয়ারম্যান অফিসে স্থানীয় গনমান্য ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আপোষ মীমাংসা হইয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে কী? ২নং প্রতিপক্ষ বাদীনি হইয়া আয়াশ হাই আফিফকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থীনির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ হুজরাদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১০০ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করিলে বিজ্ঞ হুজুরাদালত প্রতিপক্ষগনকে দেখাশুনা করার সুযোগ দেওয়ার আদেশ প্রদান করেছেন কী? ২নং প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ শাহরাস্তি আমলী আদালতে যথারীতি হাজিরা দিয়া আসিতেছে কী? বিজ্ঞ শাহরাস্তি আমলী আদালতে হাজিরা দিতে এসে প্রার্থীনির কোলে থাকা প্রার্থীনির শিশু পুত্রকে জোর পূর্বক টানা হেচড়া করিয়া প্রার্থীনির কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অপহরন করিয়া নিয়া যায় কী? প্রতিপক্ষগন প্রার্থীনির শিশু পুত্রকে অপহরন করিয়া মেরে ফেলতে পারে কী? দেশে কিংবা বিদেশে বিক্রি করিয়া দিতে পারে বলে প্রার্থীনি আশঙ্কা করিতেছে ইত্যাদি উক্তিসহ প্রার্থীনিপক্ষের দরখাস্তে বর্ণিত যাবতীয় বিবরণ একছাড় মিথ্যা, ভূয়া, বানোয়াটি, তঞ্চকতামূলক, সরজমিনের বিপরীত কল্পিত কাহিনী বটে। এই উত্তরকারী প্রতিপক্ষগণ তাহা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিতেছে।

৭) প্রকৃত কথা এই:- প্রার্থীনি ভীষণ দুষ্ট, দূর্দান্ত, ঝগড়াটে ও লোভী প্রকৃতির মহিলা হয় বটে। প্রার্থীনি দেশের প্রচলিত আইন কানুন তথা সালিশ দরবার কোন কিছুই মান্য করে না। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষগণ অতীব নিরীহ, সহজ, সরল, অসহায় জনবলহীন এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল লোক হয়। প্রতিপক্ষগণ দেশের প্রচলিত আইন কানুন তথা সালিশ দরবার মান্য করে। প্রার্থীনি ১নং প্রতিপক্ষের আপন মেঝ ভাইয়ের বউ অর্থ্যাৎ ভাবী বটে। ২নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীনির শ্বাশুড়ী হয়। ৩নং প্রতিপক্ষ ১/২নং প্রতিপক্ষের কেউ নয়। প্রতিপক্ষদের হয়রাণী করার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবরণে অত্র নং মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে।

৮) প্রার্থীনি ও প্রতিপক্ষগণ আত্মীয় ছিলেন বটে। প্রার্থীনির সহিত ২নং প্রতিপক্ষের মেঝ পুত্র আব্দুল হাই, পিতা- মৃত আবিদ আলী মাষ্টার, সাং পিপলকরা, থানা- কচুয়া, জেলা- চাঁদপুর এর সহিত বিগত ০৮/০২/২০১৯ইং তারিখে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করাকালীন সময়ে প্রার্থীনির গর্ভে ২নং প্রতিপক্ষের মেঝ পুত্র আব্দুল হাই এর ঔরষে একটি পুত্র সন্তান আয়াশ হাই আফিফ জন্মগ্রহন করেন। ২নং প্রতিপক্ষের মেঝ পুত্র আব্দুল হাই এর সহিত পরকিয়ার কারনে সাংসারিক বনিবনা না হইলে প্রার্থীনি নিজে স্থানীয় চেয়ারম্যান অফিসে স্থানীয় গনমান্য ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আপোষ-মীমাংসা হইয়া তালাক প্রদান করেন এবং একটি ১০০ টাকার ননজুডিসিয়াল স্টাম্পে প্রার্থীনি অঙ্গীকার করেন যে, প্রার্থীনি আব্দুল হাই, পিতা- আবিদ আলী মাষ্টার, সাং পিপলকরা, থানা-কচুয়া, জেলা- চাঁদপুর কে স্বামী হিসেবে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটিয়ে বিগত ১৪/০৬/২০২১ইং তারিখে তালাক প্রদান করেন এবং প্রার্থীনির বিবাহের আগ পর্যন্ত প্রার্থীনির নিকট থাকিবে বলিয়া অঙ্গীকার করেন।কিন্তু প্রার্থীনি তালাক প্রদান করে মেহেদী হাসান রাকিব, পিতা- মোঃ আনসার আলী, মাতা- কাজল বেগম, গ্রামঃ উল্ল্যাশ্বর, থানা- শাহরাস্তি, জেলাঃ চাঁদপুর এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন যাহার প্রমান স্বরূপ ১২নং রায়শ্রী উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ, শাহরাস্তির চেয়ারম্যান অর্থ্যাৎ প্রার্থীনির স্বামীর ঠিকানার চেয়ারম্যান প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন। কিন্তু প্রার্থীনি মাসিক ভরন-পোষনে লোভাতুর হয়ে ভিকটিমকে প্রতিপক্ষদের নিকট প্রদান করে নি।

৯) ২নং প্রতিপক্ষ বাদী হয়ে বিজ্ঞ হুজুরাদালতে দরখাস্ত মোঃ নং ৬৮৬/২০২১ইং ( ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১০০ ধারা) মামলা দায়ের করিলে বিজ্ঞ হুজুরাদালত ভিকটিম আয়াশ হাই আফিফকে তাহার মা প্রার্থীনি নিজ জিম্মায় রাখতে আগ্রহী হওয়ায় উপযুক্ত আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পযন্ত ভিকটিককে ৫০০/- টাকার বন্ডে তাহার মা তাহমিনা আক্তার এর জিম্মায় প্রদান করা হলো এবং ভিকটিমকে প্রার্থীপক্ষের দেখাশুনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করার আদেশ প্রদান করেন। পরবতীতে ভিকটিম আয়াশ হাই আফিফের বাবা আব্দুল হাই বাদী হয়ে বিজ্ঞ কচুয়া সিনিয়র সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালত, চাঁদপুর মোকদ্দমা দায়ের করিলে মোকদ্দমায় বিজ্ঞ হুজুরাদালত আদেশ প্রদান করেন যে, আইন অনুযায়ী পিতা বেচে থাকাবস্থায় তিনিই একমাত্র নাবালকের স্বাভাবিক এবং বৈধ অভিভাবক। তার পুনরায় আদালতের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই কিন্ত পিতা তার সন্তানেকে হেফাজতে পাওয়ার জন্য আদালতে প্রতিকার প্রাথনা করতে পারে। প্রার্থীনি পক্ষ ভিকটিমের মাসিক ভরন পোষনের লোভাতুর হইয়া প্রতিপক্ষদের হয়রাণী করার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবরণে অত্র নং মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করে। অত্র নং মোকদ্দমার ১নং প্রতিপক্ষ সদ্য কানের অপারেশন হওয়া রোগী ও ২নং প্রতিপক্ষ বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ মহিলা বটে এবং ৩নং প্রতিপক্ষ ১ ও ২নং প্রতিপক্ষের সাথে কোন সম্পর্ক না থাকার পরও মিথ্যা উক্তিতে অত্র নং মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করেন

১২) বক্রী এডভোকেট শুনানীকালে বাচনিক নিবেদিত হইবে।

অতএব, হুজুরাদালত দয়া প্রকাশে উপরোক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিপক্ষগণকে কারণ দর্শানোর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া অত্র নং মোকদ্দমা নথীভুক্তির আদেশ দানে সুবিচার করিতে হুজুরের সদয় মর্জি হয়। ইতি তাং- ২৬/১০/২০২২ইং